ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

Since : 1780

এ্যাসাইনমেন্ট

এ্যাসাইনমেন্টের বিষয়/শিরোনাম: ইমাম তাহাবী (রহ.) এর জীবন, কর্ম

পরীক্ষার নাম	:	কামিল (এম.এ) ১ম পর্ব পরীক্ষা-২০১৯
বিভাগ	:	হাদীস
বিষয়	:	শরহু মায়ানিল আছার ওয়া সুনানু ইবনে মাজাহ
বিষয় কোড	:	৫০৩
পত্র	:	৩য়

পরীক্ষার্থীর নাম :	কোর্স শিক্ষকের নাম :
পিতার নাম :	জনাব মোঃ হারুন আর রশিদ
শ্রেণি রোল :	পদবী : সহকারী অধ্যাপক
রেজিস্ট্রেশন নং :	বিভাগ : আল-হাদিস
শিক্ষাবর্ষ :	সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
মোবাইল নং :	

জমা দেওয়ার তারিখ : / /২০২০

মতন রয়েছে তাতে অনেক ফায়দা বিদ্যমান যেমন অন্য গ্রন্থে যা সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত আছে, এতে তা বিস্তারিত ভাবে রয়েছে। উভয় গ্রন্থে যা মুত্তাসিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য গ্রন্থে তা মুয়াল্লাক হিসেবে রয়েছে।

উপসংহার:- ইমাম আবু বাকর জাহরী (রহ:) ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী এক কালজয়ী মহাপুরুষ। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের কারণে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে তিনি বিশেষ মর্যাদার আসন দখল করে আছেন। তার রচিত গ্রন্থাবলি যুগে যুগে জ্ঞান পিপাসুদের তৃপ্ত করবে। বিশেষ করে তার রচিত — সুনানে মাসাবিল আহার গ্রন্থটি।

= সমাপ্ত যোগ্যি =

গ্রহনযোগ্যতার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারনা প্রদান করা হয়েছে। যা অন্যান্য কিতাবে পাওয়া যায় না।

৩। হানাফী মাযহাবের প্রধান্য দান:- শরহে মায়ানিয়িল আছার এবং শরহে মুশকিলুল আছার উভয় গ্রন্থকে আহনাফের মতামত প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। যে কোন বিষয়ে বর্ননার পর তাদের দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্যান্য মাযহাবকে উপেক্ষা কিংবা অবজ্ঞা করা হয়নি। বরং ভিন্ন মত পোষনকারী দলীল গুলিতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। হাদিসের মতন:- শরহে মায়ানিয়িল আছার এবং শরহে মুশকিলুল আছা
উভয় কিতাবে বর্নিত হাদীসগুলোর

রয়েছে দুর্লভ কতিপয় বৈশিষ্ট্য, যা অন্যান্য কিতাবে পাওয়া যায় না। তার গ্রন্থের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গুলো থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো —

১। হাদীসের আলোকে মাসয়ালা :- ইমাম তাহাবী (রহ.) তার স্বীয় শরহু মায়ানিয়িল আসার এবং শরহু মুশকিলুল আসার উভয় গ্রন্থেই সুসমন্বিতভাবে ফিকহী মাসয়ালা হাদীসের আলোকে বিবরণ পেশ করেছেন।

২। হাদীস ও রাবির বৈশিষ্ট্য:- শরহু মায়ানিয়িল আসার এবং শরহু মুশকিলুল আসার উভয় কিতাবে বর্ণিত হাদীসগুলো এবং এর বর্ণনা কারীদের ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। যেমন হাদীস ও বর্ণনা কারীর সঠিকতা দুর্বলতা আর অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং

ইমাম তাহাবী (রহঃ) এর কর্ম

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহঃ) এর কর্ম কে বলতে গেলে সর্ব প্রথম যেই কথাটা বলতে হয় তা হল তার লিখিত অনেকগুলো গ্রন্থ, এর মধ্যে সবচাইতে উত্তম গ্রন্থটি হলো শরহু মায়ানিইল আসার যেই গ্রন্থ দ্বারা জাতি সবচাইতে বেশী উপকৃত হয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

* শরহু মায়ানিইল আসার এর বৈশিষ্ট্য:- যুগশ্রেষ্ঠ ফকিহ ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহঃ) কর্তৃক রচিত বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ শরহু মায়ানিইল আসার এর

চ. আল ওয়াসা ইয়া। জ. আল ফাওয়ায়েদ
ঢ. নাকদু কিতাবিল মুদাল্লিসিনা আলাল বারাসিয়ী।
ন. ইখতুল আজাল
ত. আল মুখতাসারুল কাবির।
থ. আল মুখতাসারুস সাগির ইত্যাদি।

১৫. ইন্তেকাল :- ইবনে খাল্লকান (রহঃ) বলেন- ইমাম তাহাবী (রহঃ) বিশ্ববাসীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে হিজরী ৩২১ সন মোতাবেক ৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ৯২ বছর বয়সে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। তাকে ক্বারাফাহ নামক স্থানে সমাহিত করা হয়।

১৪. রচনাবলি:- ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহঃ) বিভিন্ন বিষয়ে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন, যা তাকে চির-স্মরনীয় করে রেখেছে। তার রচিত গ্রন্থাবলির মাঝে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলো হচ্ছে —

ক. আহকামুল কুরআন,
খ. মুখতাসিরুল আহকাম।
গ. আদবুন নাফসিল কারিমাহ,
ঘ. আল মুখতাসারু ফিল ফিকহ।
ঙ. আদবুল খামিয়ীন কাবীর।
চ. আদবুল কামিয়ীচ চগীর,
ছ. কিতাবুল ফুরুজিল কাবির,
জ. আল ফুরুজুল আওছাত,
ঝ. আল ফুরুজিচ চগীর,
ঞ. আল মুহাদ্দীর।
ট. আয় যাভিল্লাত,

এর নির্ভর যোগ্যতা, আমানতদারী, মর্যাদার পূর্নতা, হাদীসের দক্ষতা, নাসেখ-মানসুখ ও হাদীসের পার্থক্য করনের দক্ষতার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। তার পর কেউ তার স্থান পূরন করতে পারেন নি। আল্লমা যাহাবী (রহঃ) তারিখে কবির গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি ফিকহবীদ, মুহাদ্দিস, হাফেজ, প্রখ্যাত ইমাম, নির্ভরশীল ও দৃঢ়-প্রত্যয়ী ছিলেন। আল্লামা ইবনে কাসেম কুরতুবী (রহঃ) বলেন — ইমাম তাহাবী (রহঃ) নির্ভরশীল মর্যাদার অধিকারী, ফিকহবীদ এবং আলেমগনের মতভেদপূর্ন মাসয়ালায় অন্তদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন।

উলামায়ে আহনাফের দ্বিতীয় স্তরে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেন এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) এর চেয়ে মর্যাদাগত দিক দিয়ে ইমাম তাহাবী (রহঃ) এর স্থান মোটেও কম নয়। অন্যদিকে আইয়েদ মুফতি আমিমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী আল বারাকাতী (রহঃ) তাকে ফুকাহায়ে আহনাফ এর মধ্যে তৃতীয় স্তরে গণ্য করেছেন।

২২. কৃতিত্বঃ ইমাম তাহাবী (রহঃ) এর কৃতিত্ব সম্পর্কে আল্লামা আইনী (রহঃ) তার 'নাখবুল আফকার' গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম তাহাবী (রহঃ)

'যাবারাত' নামক গ্রন্থে ইমাম তাহাবী (রহঃ) কে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরের ইমামগণের মধ্যে হিসেবে গননা করেছেন। শাহ আব্দুল আযিয (রহঃ) বলেন- ইমাম তাহাবী (রহঃ) কর্তৃক লিখিত আলমুখতাছার গ্রন্থটি দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, ইমাম তাহাবী নিজেই একজন মুজতাহিদ ছিলেন। তাই তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর মুকাল্লিদ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করলেও কোন কোন মাসয়ালায় তিনি হানাফী মাযহাবের সাথে মতবিরোধও করেছেন। মাওলানা আবদুলহাই (রহঃ) ইমাম তাহাবী (রহঃ) কে

ইমাম তাহাবী (রহঃ) এ কথা শুনে খুবই রাগান্বিত হয়ে উঠলেন এবং মামার মাযহাব পরিত্যাগ করে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হন। তারপর তিনি 'মুখতাচার' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এর পর এ মন্তব্য করেছিলেন যে, আমার মামার প্রতি আল্লাহ তায়ালা দয়া করেছেন, কারন তিনি আজ বেচে থাকলে তাকে শপথের কাফফারা দিতে হতো।

৯১. উলামায়ে আহনাফের মধ্যে তার অবস্থান:- ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহঃ) তার নিজ যোগ্যতা, মেধা ও মননশীলতায় উলামায়ে আহনাফের মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করে আছেন। আল্লামা

শারুতী ইমাম তাহবী (রহঃ) কে প্রশ্ন করেছিলেন? উত্তরে তিনি বলেন আমার মামা শাফেয়ী মতাবলম্বী হয়েও হানাফী মাযহাবের কিতাব সমূহ অধ্য-য়ন করতেন। তাই আমি তার মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী মায-হাব বেছে নিয়েছি।

'তাবাকাতুল ফুকাহ' গ্রন্থে আল্লামা আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন- ইমাম তাহাবী (রহঃ) প্রথমে শাফেয়ী মাযহাব এর অনুসারী ছিলেন. একদা তার মামা মুযানি (রহঃ) এর নিকট কিছু সময় অধ্যয়ন করেছিলেন। তখন মামা ভাগিনাকে বলে উঠলেন- আল্লাহর শপথ! তোমার নিকট হতে এমন কিছু আসবে বলে আশা করা যায়না। তখন

এ ক্ষেত্রে তার মামা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাই তিনিও এদিকেই ঝুকে যান। এক পর্যায়ে তিনি শাফেয়ী মাযহাব পরিত্যাগ করে হানাফী ফিকহ নিয়ে গবেষনা শুরু করেন। পরবর্তিতে তিনি হানাফী মাযহাবের এক নিষ্ঠ অনুসারীতে পরিনত হন।

১০. মাযহাব পরিবর্তনের কারনঃ- ইমাম তাহাভী (রহঃ) প্রথমে তার মামার সাহচর্যের কারনে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এ মাযহাব পরিত্যাগ করেন। এর কারন হিসেবে আবু ইয়ালা আল খালিলি (রহঃ) তার 'কিতাবুল এরশাদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আশ-

গ. আবু বকর মক্কী ইবনে আহমাদ আল বারদায়ী।

ঘ. আবুল কাসেম মাসলামা ইবনে কাসেম।

ঙ. আবুল কাসেম ইবনে ওবাইদুল্লাহ ইবনে আলী দাউদ।

চ. আল হাসান ইবনে কাসেম।

ছ. আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল আখিমী।

জ. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম।

ঝ. আবু ওসমান আহমাদ ইবনে ইব্রাহিম।

ঞ. সুলাইমান ইবনে আহমাদ তিবরানী।

৯. আবুসূত মাযহাব:- ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহঃ) জীবনের সূচনাতে তাঁরই মামা আবু ইব্রাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানী (রহঃ) এর দরবারে ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন।

১৩. ইসহাক ইবনে হাসান।
১৪. ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া মুজানী।
১৫. বাহার ইবনে নসর খাওলানী।
১৬. বাকার ইবনে কুতাইবা।
১৭. মুহাম্মাদ ইবনে সালামা তাহবী (রহঃ) প্রমুখ।

৮. তার ছাত্রবৃন্দ:- তার শিক্ষকগণের সংখ্যা যেমন অসংখ্য, তেমনি তার ছাত্রের সংখ্যাও অনেক। যেসব ছাত্র তার নিকট থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন =

ক. আবু মুহাম্মাদ আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আত তামীমী।
খ. আহমাদ ইবনে কাসেম ইবনে আবদুল্লা আল বাগদাদী।

সাহিত্য, নাহু সরফ, বালাগাত ওমানতিক ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য শিক্ষকের নিকট জ্ঞানার্জন করেছেন। তার শিক্ষক গনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-

১. ইব্রাহীম ইবনে আবু দাউদ বারলাসী।
২. ইব্রাহীম ইবনে সাবআদ খাওলানী।
৩. ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ।
৪. ইব্রাহীম ইবনে মারযুক বসরী।
৫. আহমাদ ইবনে কাসেম কুফী।
৬. আহমাদ ইবনে দাউদ মাক্কী।
৭. আহমাদ ইবনে সাহল রাজী।
৮. আহমাদ ইবনে আসরাম মুযনী।
৯. আহমাদ ইবনে মাসউদ মাকদাসী।
১০. আহমাদ ইবনে সাঈদ কাহরী।
১১. আবু বকর আহমদ দুলাবী।
১২. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম।

বিশিষ্ট ফকীহ আবু হাশেম আবদুল হামীদ (রহঃ) এর নিকট ফিকহে হানাফী অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি বিশাল জ্ঞান ভান্ডার আয়ত্ত করেন।

৬. জ্ঞান অর্জনে বিদেশ সফর:- নিজ দেশের প্রায় সকল পন্ডিতের কাছে জ্ঞান অর্জন শেষে ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহঃ) জ্ঞান অর্জনে বিদেশ সফর করেন। তিনি হিজরী ২৬৮ সনে প্রথমে সিরিয়া সফর করেন। এরপর ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ অর্জনের জন্য পর্যায়ক্রমে বায়তুল মুকাদ্দাস, দামেস্ক ও আসকালান সহ পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেন।

৭. তার শিক্ষকবৃন্দ:- তিনি হাদীস ফিকহ, তাফসির, আরবি

বিখ্যাত ইসলামীক চিন্তাবিদ। তিনি তখন মিসরে অবস্থান করতেন। ইমাম আবু তাহাবী (রহঃ) ইলমে দ্বীন শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় আবাসন ত্যাগ করে মিসরে চলে আসেন। এবং জ্ঞান সাধনায় আত্ম নিয়োগ করেন। তিনি সেখানে মিসরের বিচারপতি আহমাদ ইবনে আবু ইমরান হানাফী (রহঃ) এর সংস্পর্শে আসেন। এবং তার নিকট হানাফী ফিকহ অধ্যয়ন করেন। তিনি হানাফী ফিকহের উপর বিশেষ গবেষনা করেন। এবং শেষ পর্যন্ত শাফেয়ী মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী ফিকহের চর্চা ও গবেষনায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। অতঃপর মিসর থেকে তিনি সিরিয়ায় চলে আসেন এবং সেখানকার

৪. শৈশবকাল:- যিনি বড় হয়ে দ্বীনের আজ্ঞাবাহী হবেন শৈশবকালেই সে নিদর্শন তার জীবনে পরিক্ষিত ও পরিলক্ষিত হয়েছে। শৈশবকালে তিনি অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনো পাপাচার বা গর্হিত কাজের সাথে জড়িত ছিলেন না, জ্ঞানের প্রতি অসীম আগ্রহ তার জীবনের শুরুতেই দৃষ্টিগোচর হয়।

৫. শিক্ষাজীবন:- তার শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি হয় তারই মামা আবু ইবরাহীম ইসমাইল ইবনে ইয়াহইয়া মুযানী (রহঃ) এর নিকট। মুযানী ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং তৎকালীন একজন

১. নাম ও পরিচয়:- তার নাম আহমাদ
পিতার নাম মোহাম্মদ, দাদার নাম
সালামা, উপনাম আবু জাফর,
নিসবতী নাম তাহাবী, আযদী,
হাজরী, মিসরী।

২. বংশনামা:- তার বংশনামা হচ্ছে- আহমাদ
ইবনে মুহাম্মাদ, ইবনে সালামাহ ইবনে
আব্দুল মালিক ইবনে সালামাহ ইবনে
সুলাইমান ইবনে সুলাইমান খাব্বাব আলী
আল আযদী, আল হাজরী আল
মিসরী আত তাহাবী আল হানাফী

৩. জন্ম:- আল্লাহর দ্বীনের এই মহান
খাদেম হিজরী ২২৯ সন মোতাবেক
৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের গুরুত্বপূর্ণ
জনপদ তাহা নামক এলাকায়
জন্ম গ্রহণ করেন।

ইমাম তাহাবী (রহঃ)এর জীবন কর্ম:-

উপস্থাপনা : হাদীসে এসেছে- মহান আল্লাহ যার প্রকৃত কল্যান চান তাকেই দ্বীনের পান্ডিত্ব দান করেন। এমূল নীতি অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা তার দীনের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষে যুগে যুগে দ্বীনের কান্ডারী পন্ডিত ব্যক্তি প্রেরন করেন। যারা দ্বীনের যাবতীয় বিষয় গবেষনা করে মানুষের চলার পথকে অতি-শয় সহজ করে দেন। এমনী একজন দ্বীনের কান্ডারী পন্ডিত ব্যক্তি হচ্ছেন জগদ্বিখ্যাত যুক্তিবাদী ইমাম আবু জাফর তাহাবী (রহঃ) নিম্নে তার জীবনী আলোচনা করা হলো।